রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ৭, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
অপারেশন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ মার্চ ২০১৪

সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪

নং ২৮.০০.০০০০.০১৮.৩৫.০২১.১০-৯৩—আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনের নিরীখে সাদামাটি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। নানাবিধ তৈজসপত্র, সিরামিক সামগ্রী, টাইলস ইত্যাদি ছাড়াও ইনসুলেটর, রিফ্যাক্টরি, ঔষধ, কাঁচ ও কাগজ শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সাদামাটিতে সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, টিটেনিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি রাসায়নিক উপাদান বিদ্যামান। মনিকতাত্ত্বিক (Mineralogical) দিক দিয়ে কেওলিনাইট (kaolinite) সাদামাটির মূল মনিক। প্রযুক্তির দ্রুত রূপান্তর ও নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে এর আর্থিক ও ব্যবহারিক উপযোগিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের পাহাড় এবং পাহাড়ের পাদদেশে পাললিক শিলাস্তরে (Sedimentary Rock) এ সাদামাটি বিদ্যমান। এ সম্পদে সীমিত মজুদের কারণে এর উত্তোলন ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

২। **মজুদ নিরূপণ ঃ** বাংলাদেশে নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় সাদামাটির মজুদ রয়েছে। সাদামাটি অন্যান্য খনিজ সম্পদের মতই অ-নবায়নযোগ্য সম্পদ। তাই এ সম্পদের পরিবেশ বান্ধব সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য প্রতিটি মজুদস্থলে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সাদামাটির মজুদস্থল ও মজুদের পরিমাণ সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাবলী সংগ্রহ ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর হালনাগাদ করার ব্যবস্থা নেয়া একান্ত প্রয়োজন। এ কাজের মূল দায়িত্ব পালন করবে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)। জিএসবি প্রতি বছর জরিপ

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে সাদামাটির মজুদের পরিমাণ ও গুণগতমান হালনাগাদ করে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রতিবেদন দাখিল করবে। এ কাজ সম্পাদনে প্রয়োজনবোধে অন্যান্য বিশেষায়িত সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সম্ভাব্যক্ষেত্রে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানিসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৩। **শ্রেণী বিন্যাস ঃ** ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ এবং ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে সাদামাটি-কে নিম্নোক্ত ০২ (দুই) টি শ্রেণীতে (Grade) ভাগ করা যেতে পারে ঃ

শ্রেণী/গ্রেড	ভৌত গুণাগুণ	রাসায়নিক গুণাগুণ	ব্যবহার
গ্রেড-এ	সাদা বর্ণের বিশুদ্ধ কেওলিন ক্লে যাতে সিল্ট ও বালির পরিমাণ খুব কম। প্লাস্টিসিটি সূচক (Index) ৩৫% এর উপরে।	এলুমিনা (Al_2O_3) ৩০% এর উপরে। আয়রন (Fe_2O_3) ১% এর নীচে।	সিরামিক শিল্প, উন্নতমানের তৈজসপত্র (Table wear), রাবার শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, ও কাগজ শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
গ্রেড-বি	হালকা ধূসর, বাদামী ও গোলাপী বর্ণের কেওলিন ক্লে যাতে অন্যান্য ক্লে মণিক ইলাইট, মন্টমোরিলোনাইট ইত্যাদি থাকে এবং সিল্ট ও বালির পরিমাণ বেশী থাকে। প্লাস্টিসিটি সূচক (Index) ৩৫% এর মধ্যে।	এলুমিনা (Al_2O_3) ২৫%-৩০%। আয়রন (Fe_2O_3) ১%-৩%এর নীচে।	টাইলস, ফায়ার ব্রিকস, ইলেকট্রিক্যাল ইনসুলেটর ও সেনেটারিওয়্যান তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এ শ্রেণীবিন্যাস বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে নিরূপিত। সময়ের প্রয়োজনে নতুন প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে পুন:বিভাজন করার ব্যবস্থ্য নেয়া হবে। জিএসবি বিভিন্ন জরিপ ও ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সাদামাটি শ্রেণীবিন্যাস করে এ মূল্যবান সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহারের নিমিত্ত তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলবে। সাদামাটি কোয়ারী ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে এ ধরণের হালনাগাদ শ্রেণীকরণ তথ্যাবলীর সাহায্য গ্রহণ করা হবে।

৪। **মনিটরিং ঃ** ইজারাগ্রহীতা ইজারাচুক্তির শর্ত,সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৩ এবং খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ যথাযথভাবে অনুসরণ করে সাদামাটির উত্তোলন ও অপসারণ করছে কিনা তা মনিটরিং করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-কে আহ্বায়ক করে স্থানীয় প্রশাসন, জিএসবি, বিএমডি, পরিবেশ অধিদপ্তর, পুলিশ বিভাগ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিজিবি'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ একটি কমিটি গঠন পূর্বক প্রজ্ঞাপন জারী করবে।

৫। **আহরণ** ঃ সাদামাটি আহরণের জন্য ০২ (দুই) ধরণের পদ্ধতি বিদ্যমান-কোয়ারী পদ্ধতি ও উন্মুক্ত খনি পদ্ধতি। সাদামাটির মজুদস্থল, মজুদ, গ্রেড ও সম্ভাব্য ব্যবহারের উপর সাদামাটির আহরণ পদ্ধতি নির্ভর করে। সাদামাটি আহরণের পদ্ধতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিএমডি জিএসবি'র পরামর্শ গ্রহণ করবে। সাদামাটির উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৩ শুধুমাত্র কোয়ারী পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং উন্মুক্ত খনি পদ্ধতিতে সাদামাটি উক্তোলনের জন্য খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনি ইজারা প্রক্রিয়া অনুসৃত হবে।

কোয়ারী পদ্ধতি (Quarry Method) ঃ সাদামাটির মজুদস্থলে যথাযথভাবে ইজারা প্রাপ্ত ব্যক্তি বা সংস্থা স্থানটির ভূ-তাত্ত্বিক প্রকৃতির ভিত্তিতে কোয়ারী পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত নিয়ম অনুসরণ করে খনিজ আহরণ করতে পারবেঃ

(১) কোয়ারী হতে উত্তোলিত খনিজের মাসিক হিসাব বিবরণী পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ইজারাগ্রহীতাকে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করে এর কপি জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও মনিটরিং কমিটির সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করবে। এ ক্ষেত্রে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ একটি পূর্ণাঙ্গ রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে এবং এতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা স্বাক্ষর করবেন।

(২) ইজারাগ্রহীতা ত্রৈমাসিক উৎপাদন রিটার্ণের ভিত্তিতে প্রত্যেক পুঞ্জিকা বছরের জানুয়ারি হতে মার্চের জন্য ৩০ এপ্রিল, এপ্রিল হতে জুনের জন্য ৩১ জুলাই, জুলাই হতে সেপ্টেম্বরের জন্য ৩১ অক্টোবর এবং অক্টোবর হতে ডিসেম্বরের জন্য পরবর্তী পুঞ্জিকা বছরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে উত্তোলিত খনিজের জন্য খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর ১১ তম তফসিলে বর্ণিত হারে রয়্যাল্টি প্রদান করবে।

(৩) সরকারের অনুমোদন প্রাপ্তির পর মনিটরিং কমিটি সংশ্লিষ্ট কোয়ারীসমূহ হতে সাদামাটি উত্তোলনের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিবে। ইহার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ইজারাগ্রহীতা উত্তোলন ও অপসারণের লক্ষ্যমাত্রার একটি স্কিম (Scheme) বিএমডিতে দাখিল করবে।

(৪) কোন কোয়ারীতে একই সময়ে সর্বোচ্চ ০২ (দুই)টির অধিক পিট খনন করে সাদামাটি উত্তোলন করা যাবে না। কোন পিট হতে সাদামাটি উত্তোলন শেষ হলে নিজ খরচে উক্ত পিট ভরাট সাপেক্ষে ইজারাগ্রহীতাকে মনিটরিং কমিটির ছাড়পত্র নিয়ে নতুন পিট খনন করে সাদামাটি উত্তোলন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই খননকৃত পিট ভরাট ব্যতীত নতুন পিট খনন করা যাবে না।

(৫) পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাদামাটি উত্তোলন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিটি কোয়ারীতে ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক ভূ-তত্ত্ব বা খনি বিষয়ে কমপক্ষে একজন ডিপ্লোমাধারী জ্ঞানসম্পন্ন জনবল নিয়োগ করতে হবে।

(৬) সাদামাটি উত্তোলন নিয়মিত মনিটর করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মনোনীত একজন প্রতিনিধি থাকবে। প্রত্যেক ইজারাগ্রহীতাকে সাদামাটি উত্তোলনের পর কোয়ারী এলাকায় তা স্তূপ আকারে জমা করতে হবে। ইজারাগ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে মনিটরিং কমিটি উত্তোলিত সাদামাটির পরিমাণ ও গ্রেড নির্ধারণ করে ইজারাগ্রহীতাকে সাদামাটি অপসারণের অনুমতিপত্র প্রদান করবে। সাদামাটি অপসারণের ক্ষেত্রে ইজারাগ্রহীতার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর সম্বলিত ট্যাগ (Tag) প্রতিটি ব্যাগে লাগাতে হবে। অনুমতিপত্রে উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্ত অথবা অনুমতিপত্রের সময়-সীমা উত্তীর্ণের পর ইজারাগ্রহীতা সাদামাটি অপসারণ করতে পারবে না।

(৭) বিএমডি কর্তৃক নির্ধারিত ০৫ (পাঁচ) মিটার গভীরতার অধিক গভীরতা হতে কোন ইজারাগ্রহীতা সাদামাটি উত্তোলন করতে পারবে না। কোন পিট হতে সাদামাটি উত্তোলনের সময় ৬০° (উলম্বের সাথে ৩০°) এর অধিক ঢাল (slope) করে পিট খনন করা যাবে না। প্রত্যেক কোয়ারীকে খনি বিশেষজ্ঞ/ভূ-তত্ত্ববিদ এর সরেজমিন উপস্থিতিতে পিটের ঢাল (slope) নিশ্চিত করতে হবে।

৮। ইজারাগ্রহীতা স্ব-স্ব কোয়ারী এলাকায় সাদামাটি উত্তোলন ও অপসারণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্বলিত রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে। মনিটরিং কমিটি/কমিটি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা যে কোন সময় কোয়ারী পরিদর্শন করতে পারবে। পরিদর্শনকালে কমিটি/পরিদর্শনকারীর চাহিদানুযায়ী ইজারাগ্রহীতা উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শনসহ পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

(৯) কোনো কোয়ারী হতে সাদামাটি উত্তোলনের ফলে সৃষ্ট পিটসমূহ ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক যথাসময়ে ভরাট করা না হলে উক্ত পিটসমূহ ভরাটের বিষয়ে মনিটরিং কমিটি বিএমডি'র নিকট সুপারিশ করবে। এ প্রেক্ষিতে বিএমডি কর্তৃক ইজারাগ্রহীতাকে নোটিশ প্রদানের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ইজারাগ্রহীতা নিজ খরচে পিট ভরাট করতে বাধ্য থাকবেন।

(১০) ইজারাগ্রহীতা কোয়ারীতে জমে থাকা পানি নিষ্কাশনের প্ল্যান বিএমডিতে দাখিল করবে এবং তদনুযায়ী ইজারাগ্রহীতা পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(১১) কোন ব্যক্তি কোয়ারী খননকালে দুর্ঘটনায় আহত/নিহত হলে ইজারাগ্রহীতা তার চিকিৎসা খরচ/ যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

(১২) ইজারাগ্রহীতা কোয়ারী কার্যক্রমে শুধুমাত্র অযান্ত্রিক উপকরণ ব্যবহার করতে পারবে এবং এ সব অযান্ত্রিক উপকরণের তালিকা বিএমডি-তে দাখিল করতে হবে।

৬। **ইজারা প্রদান পদ্ধতি ঃ** সরকারের অনুমোদনক্রমে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির অনুকূলে সাদামাটি আহরণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি ইজারা প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

গণবিজ্ঞপ্তি ঃ বিএমডি গেজেটে প্রকাশিত খাস খতিয়ানভুক্ত জমিতে সাদামাটি কোয়ারী ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে বিএমডি আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বানের জন্য কমপক্ষে ২১ (একুশ) দিন সময় দিয়ে বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় দৈনিক ও একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি জারী করবে। গণবিজ্ঞপ্তি এমনভাবে পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে যাতে এটি সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই এর কপি বিএমডি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করবে।

আবেদনপত্রের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদি দাখিল করতে হবে ঃ

(১) যথাযথভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদনপত্র।

(২) আবেদন ফরম ক্রয়ের ১০০০/- (এক হাজার) টাকার মূল রসিদ।

(৩) ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকার আবেদন ফি (অফেরতযোগ্য) বাবদ জমাকৃত চালানের মূলকপি।

(৪) পাসপোর্ট সাইজের ৩ (তিন) কপি সত্যায়িত ছবি।

(৫) ব্যাংক সলভেন্সি সনদের সত্যায়িত কপি।

(৬) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি।

(৭) টিআইএন এর সত্যায়িত কপি।

(৮) মৌজা ম্যাপ ৩ (তিন) কপি।

(৯) টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ ৩ (তিন) কপি।

(১০) ভূ-তাত্ত্বিক প্রতিবেদন ৩ (তিন) কপি।

(১১) ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর প্রত্যয়নপত্র।

(১২) নামজারীর সত্যায়িত কপিসহ জমির মালিকানার প্রমাণপত্র (ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে)।

আবেদনপত্রসমূহ বাছাই/মূল্যায়ন ঃ

(১) মনিটরিং কমিটি গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাছাই-বাছাই করে প্রাথমিকভাবে গ্রহণযোগ্য (Responsive) আবেদনপত্রসমূহের তালিকা প্রস্তুত করবে। অতপর আবেদনকৃত কোয়ারী সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যাছাই-বাছাই করে এলাকা চিহ্নিত করতঃ এলাকার চতুর্সীমা নির্ধারণক্রমে মনিটরিং কমিটি ইজারার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত/সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন বিএমডি বরাবরে দাখিল করবে। মনিটরিং কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকারের অনুমোদনক্রমে আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী বিএমডি ইজারা প্রদান করবে।

(২) একটি কোয়ারীতে একাধিক আবেদন থাকলে গ্রহণযোগ্য (Responsive) আবেদনপত্রসমূহের মধ্য থেকে মনিটরিং কমিটি লটারীর মাধ্যমে একটি আবেদনপত্র বাছাই করে তার অনুকূলে ইজারা প্রদানের জন্য বিএমডি বরাবরে সুপারিশ করবে।

(৩) আবেদনকারীকে চূড়ান্ত ইজারা মঞ্জুরীপত্র প্রাপ্তির জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র (ECC) গ্রহণ করে তা বিএমডিতে দাখিল করতে হবে। অন্যথায় আবেদনকারীর অনুকূলে কোনোক্রমেই চূড়ান্ত ইজারা মঞ্জুরীপত্র প্রদান করা যাবে না।

(৪) মঞ্জুরকৃত কোয়ারী ইজারা এলাকার পরিমাণ কোনোক্রমেই ৩০ (ত্রিশ) হেক্টরের বেশি হবে না।

(৫) সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর সময়ের জন্য ইজারা মঞ্জুর করা হবে। পরবর্তী সময়ে একবারে কোনোক্রমেই ০১ (এক) বছরের অধিক সময়ের জন্য নবায়ন করা যাবে না। ইজারাগ্রহীতার কার্যক্রম সন্তোষজনক হলে সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বার নবায়ন করা যাবে। অর্থাৎ প্রাথমিক মঞ্জুরীকালসহ কোয়ারী মঞ্জুরীর মোট মেয়াদকাল কোনোক্রমেই ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিক হবে না। ইজারা গ্রহীতা নবায়নের আবেদন কোনো অধিকার হিসেবে দাবী করতে পারবেন না। প্রতিবার নবায়নের ক্ষেত্রে মনিটরিং কমিটির সুপারিশসহ বিএমডি সরকারের অনুমোদনের জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগে সুস্পষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

(৬) পাহাড় বা টিলা হতে সাদামাটি আহরণের কোনো আবেদন বিবেচিত হবে না এবং এ ক্ষেত্রে ইজারা প্রদানের বিষয়ে মনিটরিং কমিটিও কোনোরূপ সুপারিশ করতে পারবে না। এছাড়া পরিবেশগত বিপর্যয় এবং আর্থ-সামাজিক দিক বিবেচনায় পাহাড়ি ভূমি বা নৈসর্গিক সৌন্দর্য নষ্ট করে বা মূল্যবান উর্বর কৃষি জমি ধ্বংস করে বা বনভূমি এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে সাদামাটি উত্তোলন করা যাবে না।

(৭) কোয়ারী সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম মঞ্জুরকৃত এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

(৮) কয়লা কিংবা অন্যান্য খনিজ অনুসন্ধান/খনি কার্যক্রম পরিচালনাকালীন সময়ে লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক সাদামাটির সন্ধান পাওয়া গেলে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২-এর বিধি-৬ এর বিধান অনুযায়ী সাদামাটির জন্য পৃথকভাবে লাইসেন্স/ইজারার আবেদন ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে এবং উত্তোলিত সাদামাটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হারে রয়্যালটি পরিশোধ সাপেক্ষে কেবলমাত্র দেশের অভ্যন্তরে সাদামাটি ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বিক্রয় করা যাবে।

(৯) ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে সাদামাটি পাওয়া গেলে জমির মালিক সাদামাটি ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হলে জমির মালিক বা মালিকের নিকট থেকে ক্ষমতা (Power of Attorney) প্রাপ্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাঁর অনুকূলে কোয়ারী ইজারা মঞ্জুর করা যাবে।

(১০) ইজারাগ্রহীতা ইজারা মঞ্জুরী প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা বিএমডি'তে দাখিল করবে। প্রতি তিন মাস অন্তর জানুয়ারি—মার্চ সময়ের জন্য এপ্রিল মাসের ১ম সপ্তাহে, এপ্রিল—জুন সময়ের জন্য জুলাই মাসের ১ম সপ্তাহে, জুলাই—সেপ্টেম্বর সময়ের জন্য অক্টোবর মাসের ১ম সপ্তাহে, অক্টোবর—ডিসেম্বর সময়ের জন্য পরবর্তী বছরের জানুয়ারি মাসের ১ম সপ্তাহে রয়্যালটি নির্ধারণের লক্ষ্যে মনিটরিং কমিটি কোয়ারী এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করবেন। সাদামাটি উত্তোলন ও অপসারণের বিষয়ে মনিটরিং কমিটির সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে বিএমডি রয়্যালটি নির্ধারণ করবে।

(১১) ইজারা চুক্তির শর্ত, সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এবং খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ যথাযথভাবে অনুসরণ না করে কিংবা কোনো শর্ত ভঙ্গ করে ইজারাগ্রহীতা অবৈধভাবে সাদামাটি উত্তোলন করলে মনিটরিং কমিটি সরেজমিনে তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিএমডি'র নিকট সুপারিশ করবে।

(১২) ইজারাগ্রহীতাকে ইজারা এলাকার সীমানার মধ্যে জনসাধারণের সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে, যাতে উক্ত ইজারার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের নাম, মৌজার নাম, জমির পরিমাণ, মঞ্জুরী/নবায়নের মেয়াদ, উত্তোলিত খনিজের নাম, অপসারণের জন্য অনুমোদিত সাদামাটির পরিমাণ ও সময়সীমা সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদর্শিত থাকবে।

(১৩) ইজারাগ্রহীতা ইজারা এলাকার সংলগ্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা যেমনঃ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা, ব্রিজ, কালভার্ট, খেলার মাঠ ইত্যাদি উল্লেখসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন বিএমডি'তে দাখিল করবে।

১৪। মনিটরিং কমিটি প্রতি মাসে বিএমডি'র নিকট সাদামাটির রিপোর্ট দাখিল করবে; বিএমডি প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগে রিপোর্ট প্রেরণ করবে।

৭। **পরিবেশ ব্যবস্থাপনা** ঃ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)-এর আলোকে সাদামাটি উত্তোলনকারী বা ইজারা গ্রহীতাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। সাদামাটি অনুসন্ধান ও আহরণের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনাকালে স্থানীয় পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং পরিবেশের অবনতি রোধকল্পে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। মনিটরিং কমিটি প্রতি বছর ১লা বৈশাখের মধ্যে সাদামাটি অনুসন্ধান ও আহরণের স্থানসমূহ পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিকট প্রেরণ করবে। ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক কোনো শর্ত ভঙ্গ করা হলে সরকারের অনুমোদনক্রমে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো ইজারা বাতিলসহ প্রয়োজনীয় সকল আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮। **সাদামাটি বিপণন** ঃ সাদামাটি বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও সীমিত খনিজ সম্পদ। এ খনিজ সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সেই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন এবং টেকসই উন্নয়নের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। সাদামাটির মজুদ সীমিত বিধায় উত্তোলিত সাদামাটি কেবল দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানেই বিপণন করবে। বিষয়টি বিএমডি নিশ্চিত করবে।

৯। **ইজার বাতিল ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ** ঃ (১) ইজারাগ্রহীতা চুক্তির কোনো শর্তাবলী এবং বিধিমালার কোনো বিধি প্রতিপালন না করলে বা ভঙ্গ করলে ইজারাগ্রহীতার অনুকূলে কেন তার লাইসেন্স বা ইজারা বাতিল করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য বিএমডি লিখিতভাবে ১৫(পনের) দিনের সময় দিয়ে নোটিশ জারী করবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন বর্ণিত সময়ের মধ্যে বা কোনো সম্প্রসারিত সময়ের মধ্যে (যা অনধিক ১০দিন) কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করা না হলে বিএমডি তদবিষয়ে যথাযথ কারণ লিপিবদ্ধ করে ইজারা বাতিল করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে—

(ক) বিএমডি কারণ দর্শানোর জন্য দেয়া নির্ধারিত মেয়াদের পর অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে তার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবে এবং সরকার উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত বিএমডি-কে জানাবে; এবং

(খ) বিএমডি সরকারের সিদ্ধান্ত ইজারাগ্রহীতাকে অবহিত করবেন এবং বাতিলের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্তের কারণসমূহ অবহিত করবেন।

(৩) স্থানীয় জনগণের স্বার্থহানী কিংবা আইন ও বিধিমালা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিএমডি ইজারার কার্যক্রমে তাৎক্ষণিক স্থগিতাদেশ প্রদান করতে পারবে।

(৪) বিএমডি উপ-বিধি (৩) মোতাবেক স্থগিতাদেশের কারণ উল্লেখপূর্বক ৭ কর্মদিবসের মধ্যে সরকারকে অবহিত করবে।

১০। **খনিমুখে সাদামাটির বিক্রয়মূল্য** ঃ

শ্রেণি/গ্রেড	মূল্য (প্রতি মেট্রিক টন)
১ম শ্রেণি (গ্রেড-এ)	২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা
২য় শ্রেণি (গ্রেড-বি)	১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা

১১। **পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধনের ক্ষমতা** ঃ সরকার প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর যে কোনো অনুচ্ছেদ বা ক্রমিক পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধনসহ সাদামাটির মূল্য বৃদ্ধির ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

টীকা ঃ

(১) 'সরকার' বলতে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে বুঝাবে।

(২) 'জিএসবি' বলতে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরকে বুঝাবে।

(৩) 'বিএমডি' বলতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোকে বুঝাবে।

(৪) 'ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ' বলতে বিএমডিকে বুঝাবে।

(৫) 'ইজারাগ্রহীতা' বলতে ইজারা গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।

(৬) 'কোয়ারী' বলতে এইরূপ স্থান যে স্থানে, ভূমির উপরিভাগে বা উপ-উপরিভাগের স্তরে প্রাকৃতিকভাবে খনিজ বা শিলা জমা রয়েছে এবং যে স্থান হতে খনন ব্যতীত বা সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) মিটার উলম্ব গভীরতায় খনিজ পাওয়া যায়।

(৭) 'উন্মুক্ত খনি পদ্ধতি' বলতে যান্ত্রিক সরঞ্জমাদি ব্যবহার করে উন্মুক্ত পরিবেশে খনি হতে খনিজ সংগ্রহ করতে খনন কাজ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল কার্যাদি।

(৮) 'চায়না ক্লে বা ফায়ার ক্লে বা White Clay' যে নামেই বলা হোক না কেন তা সাদামাটিকে বুঝাবে।

(৯) 'কর্তৃপক্ষ' বলতে বিএমডিকে বুঝাবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম মোস্তফা
অতিরিক্ত সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd